চারুচিত্র নিবেদিত

আলো আমার আলো

চারুচিত্র নিবেদিত

আলো আমার আলো

প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :	সঙ্গীত পরিচালনা :
পিনাকী মুখার্জী	**পবিত্র চ্যাটার্জী**

রবীন্দ্রনাথের 'বিপদে মোরে রক্ষা করো…' গীতে সমৃদ্ধ

অন্য গীতরচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা ॥ সহকারী : শান্তি গুহ, দুর্গা রাহা ॥ শিল্প নির্দেশনা : সুনীল সরকার ॥ সহকারী : সুজিত দাস ॥ দৃশ্যপট : রামচন্দ্র শ্যাণ্ডে ॥ সম্পাদনা : রবীন দাস ॥ সহকারী : সুনীল ব্যানার্জী ॥ রূপসজ্জা : হাসান জামান, নিতাই সরকার ॥ সহকারী : পঞ্চু দাস, অনুপ গাঙ্গুলী ॥ সাজসজ্জা : দাশরথী দাস ॥ শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী ॥ সহকারী অনিল নন্দন ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও পুনর্শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ সহকারী : জ্যোতি চ্যাটার্জী, পাঁচুগোপাল দাস, ভোলা সরকার ॥ কর্মসচিব : রবীন মুখার্জী ॥ ব্যবস্থাপনা : সুখময় সেন ॥ সহকারী : যতীন দাস, রমণী দাস ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণে : সতীশ হালদার, প্রভাস ভট্টাচার্য, দুখীরাম নস্কর, ভবরঞ্জন দাস, কেষ্ট দাস, সুবাস ঘোষ, ব্রজেনদাস, তারাপদ, বেণু ধর, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, রামদাস, সুনীল, কাশী হংসরাজ ॥ প্রচার সচিব : সুকুমার ঘোষ ॥ পরিচয়লিপি : দিগেন ষ্টুডিও ॥ প্রচার অঙ্কন : রবীন গুপ্ত ॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেঞ্জ ॥ সহকারী পরিচালনা : শ্যামল চক্রবর্তী, অমল শূর, জয়ন্ত ভট্টাচার্য ॥ সর্বাধ্যক্ষ : নীরেন শীল ॥ সংগঠনে : সুনীল রায়চৌধুরী। এন, টি, ওয়ান ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত। আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত। রসায়নাগারে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, অবনী মজুমদার, ফণিভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী।

নেপথ্য সঙ্গীতে :

মান্না দে, সুমিত্রা সেন।

সহকারী সঙ্গীত পরিচালনা : শৈলেন রায় ॥ নৃত্য পরিচালনা : এন, হীরালাল (বাবু) ॥ যন্ত্রসঙ্গীতে : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ নৃত্যশিল্পী : মিস সোফিয়া ॥ উপদেষ্টা : মানসিক ব্যাধি-বিশেষজ্ঞ ডাঃ মহিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, ডি, ডিপ্লোমা ইন সাইকিয়াট্রি এণ্ড নিওরোলজি (নিউ ইয়র্ক)।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

স্বর্গত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ খাঁ, এইচ, কে, ঘোষ (বহরমপুর) জে. কে, সেনগুপ্ত (বালুগাঁও), ননী দাস, কৃষ্ণ ধর। খৈতান হাউস, কাংকেরিয়া নিবাস, অশোককুমার, খৈতান, কেশব সাঁতরা, আয়ার স্মেল্টিং লিঃ। কমলালয় ষ্টোর্স (প্রাঃ) লিঃ। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিঃ।

পরিবেশনা : ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড।

শহরের প্রান্তসীমায় লোক্যাল রেললাইন পেরিয়ে করুণাময়ীর মন্দিরকে পেছনে ফেলে আরো কয়েক পা এগোলেই গাছপালা আর পুকুরে ঘেরা নবজীবন কলোনি।

এই উদ্বাস্তু বসতির একটি বাড়ির বাসিন্দা গগন হালদার। গগন হালদারের সংসারে দুই মেয়ে অতসী, মালতী—তিন ছেলে পার্থ, শিবু, পিণ্টু আর রুগ্না স্ত্রী। একদা তালুকদারি ছিলো—ঐশ্বর্য-বৈভব ছিলো। আর আজকে শুধু সেসব দিনের সুখ-স্বপ্ন। স্থানীয় র‍্যাশন অফিসে ফর্ম লিখে দিয়ে সামান্য রোজগার। কিন্তু তাতে তো আর দিন চলে না। সংসারের কাণ্ডারী এখন বড় মেয়ে অতসী। উদয়-অস্ত সমানে খাটে ; রান্নাবান্না থেকে মা-র সেবা—ভাইবোনদের দেখাশোনা। আবার তারই ফাঁকে উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতির দেওয়া জামা-কাপড়ের অর্ডার সেলাই ক'রে রোজগারও করে অতসী।

দুভার্গ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে গগন হালদারের পরিবার বাঁচতে-চায়—বাঁচার মতো—ভিক্ষে নিয়ে নয়। অতসী ভাইবোনদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। পার্থ বি, এ, পাশ করেছে। সামনে ওদের উজ্জ্বল ভাবীকাল। পার্থ একটা চাকরি পাবে। তারপর…।

কাহিনী

কলোনির মাঠে বক্তৃতা দিতে এলো একদিন নীলেন্দু মিত্র। মস্তবড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিষ্ট। বত জায়গায় কত দান-ধ্যান। এই কলোনি উন্নয়নেও অনেক টাকা দেবে বলেছে।

বক্তৃতা শেষে নীলেন্দু মিত্র এক লহমা অতসীকে দেখেছে। তাতেই কাজ হলো। আজন্ম ঐশ্বর্য-লাম্পট্য নিয়ে যে নীলেন্দু বড় হয়েছে—তার দূষিত রক্তে ঢেউ লাগলো। দূষিত ছাড়া কি ? ঠাকুরদা ছিলো জমিদার আর বাবা ইংরেজ

আমলের ও, বি, ই। দুজনেই মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেছে। মা অন্য পুরুষকে ভালোবেসে সংসার ছেড়ে চিরকালের মত চলে গেছে বিদেশে। নীলেন্দু বারো বছরে বিলেত গেছে। তারপর লেখাপড়া শিখে দেশে ফিরেছে। এ সংসারে তার কেউ নেই। পুরোনো ঐতিহ্য হিসেবে জমিদারি—দেওয়ানকাকা—চাকর-বাকর—কিছু পোষ্য আছে। আর আছে নিজের আধুনিক অ্যাপার্টমেণ্ট। যেখানে রোজ রাত্রে হুল্লোড় চলে। কোনদিন স্নেহ-মমতা পায়নি বলেই বুঝি নীলেন্দু নারীজাতিকে ভোগ্য করেছে—শ্রদ্ধার পাত্রী করেনি। বাস্তবিক, নীলেন্দু এক দুর্বোধ্য চরিত্র। একদিকে দয়া-মায়া-মমতা অন্তহীন—অন্যদিকে তার দুষ্কর্ম—তার লাম্পট্য।

সময় মতো মহিম শুনলো অতসীকে তার সাহেবের চাই। চেষ্টা চালালো মহিম। গগনকে টোপ দিয়েছে, ব্যাপারটা কিছুই নয়—দুদিনের জন্যে অতসী শুধু যাবে—একরকম চাকরি বলা যায়—বিনিময়ে পাঁচহাজার টাকা!

কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেলো! বড় ছেলে পার্থ ইণ্টারভিউ লাইনে মারামারিতে পড়ে আধমরা হয়ে ফিরে এলো। অসুস্থ স্ত্রী সেই আঘাতে অজ্ঞান। দুজনেই মুমূর্ষু। গগনের মাথার ঠিক নেই। ধার-দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে যাবার যোগাড়। এই বিপদে ডাক্তারও এলো না। টাকা না পেলে আসবে না।

অতসী ডাক্তার আনার জন্যে শেষ চেষ্টায় বাবাকে নিয়ে বেরোলো। গগন উদ্‌ভ্রান্ত। একটু আগে মহিম বলেছে, সে অন্ধকারে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে—।

মহিম পাঁচহাজার টাকার বাণ্ডিল গগনের হাতে গুঁজে দিয়ে জোর ক'রে অতসীকে গাড়িতে নিয়ে চলে যায়। অতসী গাড়িতে নিজেকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। মহিমের প্রচণ্ড আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যায় সে।

ঘটনার আকস্মিকতায় মহিম অতসীকে অ্যাপার্টমেণ্টে না তুলে নীলেন্দুর বাড়িতেই নিয়ে এলো। নীলেন্দু বিরক্ত-বিভ্রান্ত। একান্ত আপনজন বিরাট ডাক্তার তার বন্ধু-অভিভাবক 'সুধীনদা'কে খবর দিলো।

জানা গেলো: মেয়েটিকে প্রচণ্ড মারা হয়েছে। তার ফলে ব্রেণের একটা শেল কাজ করছে না। অতীত ভুলে গেছে অতসী।

নীলেন্দুর বাড়িতে অতসীর নতুন জীবনের শুরু। শিশুর মতন অতসীর অর্থহীন কার্যকলাপ—কথাবলা—আচার-আচরণ। একান্ত আপন বলে অতসী নীলেন্দুকেই আঁকড়ে ধরলো। ডাক্তার ডাকতে বেরিয়েছিলো—সেটাই অবচেতনে রয়ে গেছে। তারই ফলশ্রুতি, নীলেন্দু অতসীর 'ডাক্তারবাবু'।

নীলেন্দুরও পরিবর্তন এসেছে। অতসীর ছেলেমানুষি চাঞ্চল্য—তার নির্ভেজাল সারল্যে সে মুগ্ধ। অতসীকে বুঝি ভালোই বেসে ফেলেছে সে। অতসী নীলেন্দুর বাড়িতে—সবকিছু ভুলে ভুলটুকু নিয়ে থেকে গেলো। আর নীলেন্দু অতসীতে বিভোর!

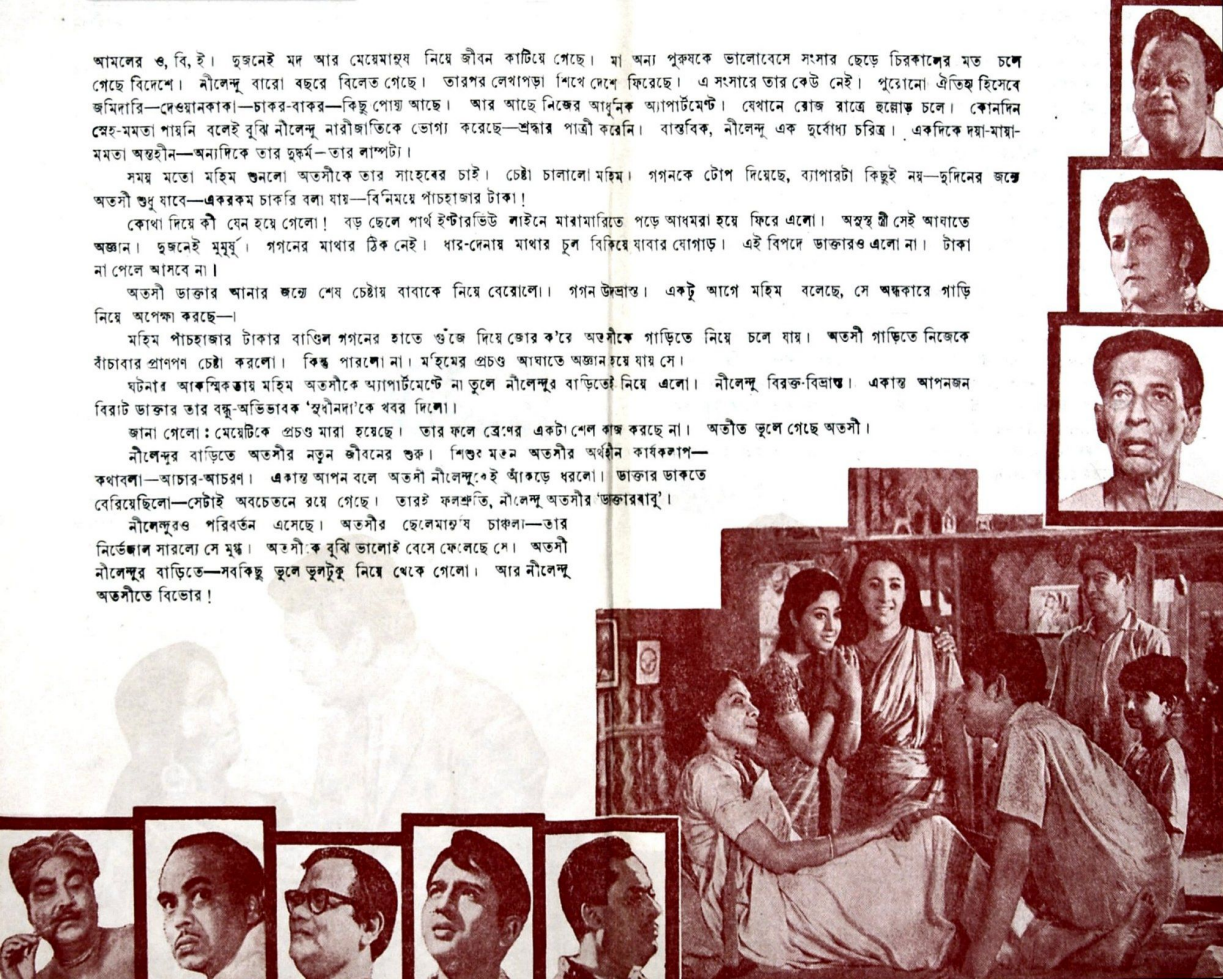

হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মতন মহিমের আবির্ভাব। নীলেন্দুর অনুপস্থিতিতে অতসীকে নিয়ে যেতে চায়। দুদিনের কড়ারে অতসীকে নিয়ে এসেছে—এতদিন হয়ে গেলো। তাছাড়া অতসী এখানে থাকলে তারও রুজি-রোজগার বন্ধ।

মহিমকে দেখে অতসী স্মৃতি ফিরে পেলো। জানলো: নীলেন্দুর জন্যেই মহিম তাকে ধরে এনেছে। এমনি এক নাটকীয় মুহূর্তে অফিস থেকে ফিরে এলো নীলেন্দু। অতসীকে বোঝাতে চাইলো: সে তার জীবনের আলো—তার চোখের আলোয় পথ চিনেছে—আলো দেখেছে—। অতসী অপমান করলো নীলেন্দুকে। অতসীকে নীলেন্দু অকৃত্রিম ভালোবেসেছে ঠিকই, কিন্তু ধরে রাখবার কোনো অধিকার তার নেই—।

কলোনিতে ফিরে এলো অতসী। মেয়েকে মুখ দেখাতে পারলো না গগন হালদার। কৃতকর্মের জন্য আত্মহত্যা করলো সে। বাবার জলন্ত চিতার সামনে বসে-তাদের পরিবারের সর্বনাশের মূলে যে লোকটা—সেই নীলেন্দু মিত্রকে শাস্তি দেবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ হলো অতসী। কিন্তু আদালতে অতসী তার অন্তরের সত্য উচ্চারণ ক'রে ফিরে এলো: নীলেন্দুর বিরুদ্ধে তার কোনো নালিশ নেই—।

অতসীর নামে সলিসিটরের চিঠি—। নীলেন্দু এখানকার সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে। যাবার আগে অতসীকে তার সম্পত্তির কিছু দিয়ে যেতে চায়—।

ভিক্ষে? অতসী অপমানের প্রতিশোধ নিতে নীলেন্দুর বাড়িতে চলে এলো সোজা। নীলেন্দুর মুখে অতসী শুনলো: এ ভিক্ষে নয়—ক্ষতিপূরণ। অতসীকে ভালোবেসে তার জন্মান্তর হয়েছে। ভালোবাসার আলোটুকু সম্বল ক'রে নীলেন্দু চিরদিনের মতন এখান থেকে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু, অতসীর অন্তরের সত্য বুঝি পুনর্বার উচ্চারিত হলো: 'না তুমি কিছুতেই যেতে পারো না'।

১

বিপদে মোরে রক্ষা করো—
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা—
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়—
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়—
আমার ভার লাঘব করি
নাইবা দিলে সান্ত্বনা
বহিতে পারি এমনি যেন হয়—
নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা—
তোমারে যেন না করি সংশয়—।

২

গীতিকার: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহা হুঁউ—হাহা—হাহা—আহা—
এতো আলো এতো আকাশ
আগে দেখিনি—কই চোখে পড়েনি
এই মনতো কোথাও
কাউকে এত আপন করেনি
আমি জানি
তুমি কি জানো?
এতো আলো এতো আকাশ
আগে দেখিনি—
দুঃসাহসের ডানা মেলে তাই
দূরে দূরে যাই—।
হারিয়ে যাওয়ার লগ্ন এলো—
হারিয়ে যেতে চাই—
সারাজীবন পাওয়ার আশায়
দু-হাত পেতেছি—
এবার আমি অজানা এক
নেশায় মেতেছি—
পথ হারানোর গানের সুরে তাই
নতুন হয়ে যাই—।
এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে
এগিয়ে যেতে চাই—।
আমি জানি—তুমি কি জানো—?
উ—হুঁ—হুঁ—হাহা—হাহা—আহা—।

রূপায়ণে :

সুচিত্রা সেন

উত্তমকুমার

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ভাস্কর চৌধুরী, বঙ্কিম ঘোষ, অর্ধেন্দু মুখার্জী, শিশির মিত্র, সুব্রত সেন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জহর রায়, অমরনাথ মুখার্জী, গণেশ সরকার, মৃণাল মুখার্জী, গৌর শী, গোবিন্দলাল ব্যানার্জী, আর্য মুখার্জী, ভানু গাঙ্গুলী, সুখময় সেন, মিষ্টার ম্যান, রবীন ঘোষাল, রবীন মুখার্জী, বিকার শূর, ভারতী দেবী, বিনতা রায়, কল্যাণী মণ্ডল, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, আরতি চ্যাটার্জী, মিসেস পারকিন্‌স, মিস হুইলার, কাবেরী সেনগুপ্ত, জিনা নাশরভন্‌জি, মিসেস ম্যান, মাঃ দিবেন্দু, মাঃ পার্থ, মাঃ মলয়, মাঃ বব, হরিনারায়ণ মুখার্জী, তারক চ্যাটার্জী, শৈলেশ দাস, দাশরথী দাস, কাজল ব্যানার্জী, ক্ষিতীশ ঘোষ, আশিস্ সেনগুপ্ত, তৃপ্তি মোহন মুখার্জী, রণজিৎ ঘটক, ডাঃ মনোরঞ্জন ঘোষ, ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী, ননী গাঙ্গুলী, নির্মল ভট্টাচার্য, মিষ্টার আনসন, সিউনারায়ণ, উদয়রাজ, বশিষ্ট

এবং আরো অনেকে ॥